গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জুলাই/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মহঃ শের আলী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৫ জুলাই, ২০২১
সভার সময়	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কে কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরুর অনুরোধ করেন। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) এর পক্ষে উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর সভার কার্যসূচি উপস্থাপন করেন।

সভার আলোচ্য সূচি:

(১) বিগত ২৩-০৬-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

(২) বিগত ২৩-০৬-২০২১ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বিষয়াদির পর্যালোচনা।

মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের দ্বিমত না থাকায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিগত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত			

১।	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনাকালে মহাপরিচালক বলেন, বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় জিএসবি কর্তৃক নূন্যতম যতটুকু কাজ সম্পাদন করা সম্ভব ততটুকু কাজ গ্রহনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পরামর্শ প্রদান করে এবং জিএসবি সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, ইতোমধ্যেই ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সকল শাখা প্রধানগণের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকল শাখা প্রধানগণ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। ভূ-রসায়ন ও পানিসম্পদ শাখার শাখা প্রধান জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তার শাখা হতে প্রয়োজনীয় বহিরঙ্গন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। ২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তার শাখা হতে মার্চ মাসে সম্ভাব্য বহিরঙ্গন কর্মসূচির তারিখ ধার্য করা হয়েছে। সম্ভব হলে তিনি তার শাখার কর্মসূচী কিছুদিন এগিয়ে অক্টোবর-নভেম্বরে করার বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করেন। বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখার জনাব মো: রিয়াজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (রসায়ন) তার শাখার কর্মসূচীও কিছুদিন এগিয়ে ডিসেম্বরে করার বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রেক্ষিতে দূর অনুধাবন ও জিআইএস শাখার শাখা প্রধান জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব), উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখার শাখা প্রধান জনাব মো: নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও ভূ-বৈদ্যুতিক ও ভূ-কম্পন জরিপ শাখার শাখা প্রধান জনাব মো: নিজামউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূ-পদার্থ) বলেন, সকল শাখা হতে সম্ভাব্য তারিখ দিয়েই বহিরঙ্গন কর্মসূচি দাখিল করা হয়েছিল এবং সে মোতাবেক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য বহিরঙ্গন কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখন সে পরিকল্পনায় পরিবর্তন করলে অন্যান্য শাখার কর্মসূচি ব্যাহত হবে। অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট শাখার শাখা প্রধান জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এ প্রসঙ্গে বলেন, এ সংক্রান্ত আলোচনা হতে পারে এবং প্রয়োজন হলে ২/১ টি শাখার প্রয়োজন মোতাবেক পরিকল্পনা পরিবর্তন করা যেতে পারে। মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, ২০২০-২০২১ সালের পরিকল্পিত বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচির মধ্যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে পরিকল্পনা ও বাস্তাবায়ন শাখা হতে তা সমন্বয় করা হবে।	ক) ২০২১-২২ অর্থবছরের পরিকল্পিত বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচির মধ্যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে পরিকল্পনা ও বাস্তাবায়ন শাখা হতে তা সমন্বয় করা হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা সহ সকল শাখা
২।	ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, তিনি উপস্থাপনা তৈরির কাজ প্রায় শেষ করেছেন কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সকলের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি এ সংক্রান্ত উপস্থাপন করবেন।	ক) চলমান বিশেষ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী সভার পূর্বেই জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ বিষয়ে উপস্থাপনা করবেন।	জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)

৩।	২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত নির্দেশনা মোতাবেক অধিদপ্তরের প্রতিটি সমন্বয় সভায় এপিএর অগ্রগতির পর্যালোচনা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান ও এপিএ টিমের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, গত ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে জিএসবির পক্ষ হতে জিএসবির মহাপরিচালক এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব স্যারের মধ্যে এপিএ স্বাক্ষরিত হয়েছে। জিএসবির এপিএ টিম ইতোমধ্যেই এপিএর বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন করণীয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে এবং কর্মপদ্ধতি ঠিক করেছে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এপিএ টিমের পক্ষ হতে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের সাথে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হবে। চলমান বিশেষ পরিস্থিতি সম্প্রসারণ করা হলে প্রয়োজনে অনলাইন জুম মিটিং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করা যেতে পারে।	ক) কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এপিএ টিম অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের সাথে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করনীয় সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করবে।	এপিএ টিম
	প্রশাসনিক আলোচনা		
১।	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এপিএ'র ২০২১-২২ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সকল শাখা হতে অদ্যাবধি ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব/মডিউল পাওয়া যায় নাই। তিনি আরো উল্লেখ করেন, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ পরিস্থিতি চলমান থাকলে ২০২১-২২ এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অনলাইন জুম সফটওয়্যারের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব কিন্তু কর্মচারীদের পক্ষে অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন কষ্টসাধ্য বিধায় তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি উন্নতির জন্য অপেক্ষা না করে কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন রিসোর্স পারসনের পাশাপাশি প্রয়োজন হলে বাইরে থেকেও রিসোর্স পারসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে বিশেষ পরিস্থিতি শিথিল হলে কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।	ক) আগামি মাসের মধ্যে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ পরিস্থিতি চলমান থাকলে কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা
২।	জিএসবির নিজস্ব আইন/বিধি প্রণয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ইতোপূর্বেই কমিটি নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সভা করেছে এবং সকল সদস্যের মধ্যে কার্য বন্টনের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছে। বর্তমান বিশেষ পরিস্থিতিতে কমিটি অনলাইন সভার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম চলমান রেখেছে এবং কমিটির কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরামর্শ প্রদান করেন।	ক) জিএসবির কার্যাবলী, সাংগঠনিক বিন্যাস ও আইনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে ১টি আইন প্রণয়ন করতে হবে। কাজটি সময়সাপেক্ষ বিধায় পরবর্তীতে প্রয়োজনানুসারে সমন্বয় সভায় উত্থাপিত হবে।	জিএসবির আইন/বিধি প্রণয়ন কমিটি

৩।	জিএসবির ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনার জমিতে ক্যাম্প অফিস স্থাপনের খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব মো: মঈনউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এ সংক্রান্ত ১টি কমিটি গঠন করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ইতোমধ্যেই খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছেন এবং জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) কে সভাপতি করেই কমিটি গঠন করা হবে। মহাপরিচালক বলেন, দেরি না করে অতি দ্রুত এ কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। মহাপরিচালক জিএসবির জমিগুলোর রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত অগ্রগতি জানতে চান। অপারেশন ও সমন্বয় শাখার উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর জানান, একাধিকবার জাতিয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন অগ্রগতি নাই। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক বলেন, তিনি নিজেও একাধিকবার ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছেন কিন্তু কোন ফলাফল পাওয়া যায় নাই। তিনি বলেন, জিএসবির পক্ষ হতে অদ্যাবধি পূর্বাপর সকল ঘটনার উল্লেখ করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব স্যারের মাধ্যমে সচিব, গণপূর্ত বিভাগ বরাবর ডিও লেটার প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব), জিওলজিক্যাল হেরিটেজ হিসাবে ঘোষিত সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাটের জমির বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, এ জমির রেজিষ্ট্রেশনের টাকা জিএসবি প্রদান করেছে কিন্তু এখনও জমির হস্তান্তর হয়নি। মহাপরিচালক এ জমির বিষয়েও পূর্বাপর সকল ঘটনার উল্লেখ করে ১টি ডিও লেটার প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।	ক) জিএসবির ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনার জমিতে ক্যাম্প অফিস স্থাপনের খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) কে সভাপতি করে ১টি কমিটি গঠন করতে হবে। খ) জিএসবির ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম ও জিওলজিক্যাল হেরিটেজ হিসাবে ঘোষিত সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাটের জমির রেজিষ্ট্রেশনের জন্য অদ্যাবধি পূর্বাপর সকল ঘটনার উল্লেখ করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের কাছে ডিও লেটার প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) অপারেশন ও সমন্বয় শাখা খ) অপারেশন ও সমন্বয় শাখা এবং জিওলজিক্যাল হেরিটেজ সংশ্লিষ্ট কমিটি
	বিবিধ আলোচনা		
১।	বিবিধ আলোচনায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা হতে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ও এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পাঠাতে হয়। কিন্তু বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে সকল শাখা হতে সময়মতো এ সকল প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার পক্ষে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তিনি সকল শাখা প্রধানকে অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক সরকারের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে বলেন, লকডাউনে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। তিনি সে মোতাবেক সকলকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য শাখা প্রধানদেরকে পরামর্শ প্রদান করেন। নিতান্তই বাসায় কাজ করতে অসুবিধা/অপারগ হলে সেক্ষেত্রে কর্মকর্তাগন অফিসে এসে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদের কাজ সম্পাদন করবেন। কিন্তু কাজ ফেলে রাখার কোন সুযোগ নাই। এ প্রসঙ্গে জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, আমাদের বেশ কিছু শাখার ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনের কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। শাখা প্রধানগণ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের নিজ নিজ শাখার অধীন কর্মকর্তাদের কাজে লাগিয়ে ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেদনগুলোর কাজ সমাপ্ত করতে পারেন। মহাপরিচালক প্রস্তাবটিতে সম্মতি দেন এবং সে মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।	ক) প্রতিটি শাখা হতে সময়মতো মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখায় প্রেরণ করতে হবে। খ) শাখা প্রধানগণ নিজ নিজ শাখার অধীন কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে অসমাপ্ত প্রতিবেদনগুলো সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিবেদনগুলো জমা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	ক) সকল শাখা খ) সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ

২।	জিএসবির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তুত ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত খসড়া ডিপিপি প্রসঙ্গে মহাপরিচালক বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ১টি ড্রিলিং রিগ ও ১টি মাড পাম্পের সুবিধা সহকারে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। ডিপিপি সংশোধনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বাসায় থেকে অথবা প্রয়োজনে অফিসে এসে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে এ সংশোধনের কাজ সম্পাদন করবেন।	ক) জিএসবির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তুত খসড়া ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধন করে অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিপিপি সংশ্লিষ্ট কমিটি/ কর্মকর্তাগণ
৩।	জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষ্যে মহাপরিচালকের প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, জিএসবির জন্য মন্ত্রণালয় থেকে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশমালা ছিল না। শুধুমাত্র জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস সংশ্লিষ্ট লেখা (write up) দেয়ার নির্দেশনা ছিল যা ইতোমধ্যেই মহাপরিচালকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর মহাপরিচালক বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে জিএসবির পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত সদস্যগণ অনলাইনে সংযুক্ত থাকবেন। অতঃপর জাতীয় শোক দিবস পালন সংক্রান্ত আলোচনায় মহাপরিচালক বলেন, কোভিড পরিস্থিতির উন্নয়ন হলে পূর্বের ন্যায় শোক দিবস পালনের জন্য জিএসবির পক্ষ হতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। কার্যক্রমগুলোর মধ্যে থাকবে সূর্যোদয়ের পরে জিএসবির অফিস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জিটিসিএল অফিস প্রাঙ্গনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পুস্পস্তবক অর্পণ এবং জিএসবির নামাজ কক্ষে কোরআন খতম সহ মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা আয়োজন। সকল শাখা প্রধানগণ মহাপরিচালকের সাথে একমত প্রকাশ করেন।	ক) জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে জিএসবির পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত সদস্যগণ অনলাইনে সংযুক্ত থাকবেন। খ) জিএসবির পক্ষ হতে যথাযথ মর্যাদা সহকারে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হবে।	ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ খ) মুজিব বর্ষ কমিটি

৪।	জিএসবির সদ্য নির্মিত মুজিব কর্ণার সংশ্লিষ্ট আলোচনায় মহাপরিচালক বলেন, মুজিব কর্ণারের কাজ শেষ। চলমান বিশেষ পরিস্থিতি সম্প্রসারন না হলে এবং কোভিড পরিস্থিতির উন্নয়ন হলে পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মুজিব কর্ণারের উদ্বোধন ও এ উপলক্ষে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির উন্নয়ন না হলে জাতীয় শোক দিবসের পূর্বেই সীমিত পরিসরে নব নির্মিত মুজিব কর্ণারের উদ্বোধন কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ প্রসঙ্গে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, মুজিব কর্ণার উদ্বোধনের পাশাপাশি ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ, ইনোভেশন, শুদ্ধাচার ইত্যাদি বাস্তবায়নে প্রনোদনাপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করা যেতে পারে। মহাপরিচালক বলেন, জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) আহ্বায়ক ও উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, সদস্য সচিব হিসাবে মুজিব কর্ণার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করবেন। এ প্রেক্ষিতে জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবির মুজিব বর্ষ কমিটির পক্ষ হতে ইতোপূর্বে একটি উপ-কমিটি করা হয় এবং এ উপ-কমিটির সদস্যগণের তত্বধানেই মুজিব কর্ণার তৈরির কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) উক্ত উপ-কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সেক্ষেত্রে মুজিব কর্ণার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব উক্ত উপ-কমিটিকে দেয়া যেতে পারে। মহাপরিচালক এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন এবং বলেন, জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) এ কাজে মুজিব কর্ণার নির্মানে নিয়োজিত উপ-কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে তাকে উপ-কমিটিতে কো-অপ্ট করা যেতে পারে।	ক) মুজিব কর্ণারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মুজিব কর্ণার নির্মার্ণে নিয়োজিত উপ-কমিটি দায়িত্ব পালন করবে এবং অপারেশন ও সমন্বয় শাখার উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপ-কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।	মুজিব কর্ণার নির্মানে নিয়োজিত উপ-কমিটি এবং জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

ড. মহঃ শের আলী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৩৭

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৮
০১ আগস্ট ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ।

৩) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব), সভাপতি, আইসিটি ও ওয়েব টিম (জিএসবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ) বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

৪) উপ-পরিচালক (রসায়ন), বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

৫) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব), অপারেশন ও সমন্বয় শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

৬) উচ্চমান সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

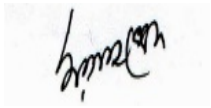

মঈনউদ্দিন আহম্মেদ
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)